দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ...2-0 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

77

সবাইকে সাক্ষর করতে হবে ॥ কিন্তু কিভাবে?

মুন্নী সাহা/সৈয়দ মনসুর উদ্দীন

বাঙালী জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র জাতি, যে জাতি রক্ত দিয়েছে ভাষার জন্য। আর ফেব্রুয়ারি মাস এলেই আমরা স্মরণ করি বাংলা ভাষার, বাংলা অক্ষরের রক্তস্নানের কথা। অথচ এদেশেরই এগারো কোটি মানুষের মধ্যে আট কোটির নেই অক্ষর জ্ঞান। ফেব্রুয়ারি এলেই ভাষার কথা, ভাষার মহিমার কথা, শহীদদের আত্মদানের কথা বলা হয় কবিতায়, গল্পে, নাটকে, নভেলে, সেমিনারে। শুধু বলা হয় না সাক্ষরতার। যে ভাষায় রক্তের ইতিহাস অন্তত সে ভাষাজ্ঞান, অক্ষরজ্ঞানটুকু সে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে থাকবে, আত্মদানের সার্থকতাই এখানে।

ভাষা শুদ্ধ করে বলা, শুদ্ধ বানান লেখার অঙ্গীকার, বইমেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও বিষয়ের ভিড়ে গত ১২ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অভিমত অনুষ্ঠানে আলোচনা হলো সাক্ষরতা সম্পর্কে। আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম "সবাইকে সাক্ষর করতে হবে, কিন্তু কিভাবে?" আলোচনায় অংশ নিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব কাজী রকিবউদ্দীন, ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ ও দি ডেইলি স্টার-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও প্রযোজনা করেন জনাব আহসান হাবীব।

ইদানীংকালে সাক্ষরতা প্রশ্নে আমাদের দেশে প্রচলিত তিনটি কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে।

১। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ২। গণশিক্ষা ও ৩। সবার জন্য শিক্ষা।

এই কর্মসূচী তিনটির মধ্যে সরকার আসলে কোনটির উপর জোর দিচ্ছেন? সরকারের তরফ থেকে এ প্রসঙ্গে জবাব দেন সচিব কাজী রকিবউদ্দীন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলো সবার জন্য শিক্ষা, সাক্ষরতা ইত্যাদি। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য বার বার বলা হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা এটা একটা কৌশলও বটে। পাঁচ থেকে ছয় বছরের শিশুদের যদি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় স্কুলে আনা যায় তাহলে ভবিষ্যতে বয়স্ক অশিক্ষিত লোক আর থাকবে না। সাথে সাথে চলছে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী।

এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকার হাতে নিয়েছে ব্যাপক কর্মসূচী। রেডিও, টেলিভিশন এবং গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালানো হচ্ছে যাতে করে ছাত্র এবং অভিভাবক উভয়ই উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে। এতে অবশ্য সরকারের কিছু খরচা আছে। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক কথা হলো

কয়েকজন কিশোর-কিশোরীকে হাতে কলমে শিক্ষাদান করা হচ্ছে সৌজন্যে ঃ সাহজাদ নূরানী, ইউনিসেফ

এসব প্রচার কার্যক্রমের ফলে গত বছরের তুলনায় এ বছর ছাত্র ভর্তির হার অনেক বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকারের এ কার্যক্রম দেশজুড়ে এক সাথেই শুরু হয়েছে। সরকারের এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বা যে পদ্ধতিতে এগুচ্ছে বিষয় এভাবে এক শ' ভাগ সাফল্যে পৌছে যাবে দু'হাজার সাল নাগাদ। এখন এ ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় পঁচাশি ভাগ ছাত্র ভর্তির সাফল্য ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে বলে সরকার মনে করেন। তবে এখানটায় একটা অসুবিধা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো স্থান সঙ্কুলান, পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যস্ততা, পুস্তকের ব্যবস্থা করা। এগুলোর জন্য অবশ্য বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় এসব ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাদানে মাদ্রাসাও সম্পৃক্ত করার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

এছাড়াও রয়েছে শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করার কর্মসূচী। ইতোমধ্যে আট হাজার শূন্যপদ পূরণ করা হয়ে গেছে। দেশের মোট এক লাখ চৌষট্টি হাজার শিক্ষক পদের মধ্যে শূন্যপদ রয়ে গেছে আরও চার হাজার। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচীতে সরকারের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। রয়েছে নমনীয়তাও। যেন মাঝ পথে গিয়েও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদন বলেন, মৌলিক শিক্ষার জন্য দরকার সরকারের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এটার পাশাপাশি চলছে ব্র্যাকের সম্পূরক ও পরিপূরক কার্যক্রম। বাংলাদেশের সবাইকে যদি সাক্ষর করতে হয় তাহলে প্রথমে জোর দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার উপর। তবে একা সরকারের পক্ষে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সে জন্য চাই সকলের সহযোগিতা। আর এ কারণেই ব্র্যাক চালিয়ে যাচ্ছে সরকারের পাশাপাশি সম্পূরক কর্মসূচী। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের অনেক নতুন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করা যায় সে কারণেই। ব্র্যাকের এ সাফল্য শুধু সিলেবাসেই নয়, এখানে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষক নিয়োগ এসব কিছুর কারণেই ব্র্যাকের এ কর্মসূচী ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞরাও এসে দেখে ভাল করছেন এ কার্যক্রম।

(চলবে)